উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় চাচাজান এক সময়কার বিশিষ্ট লেখক ও সাংস্কৃতিক জগতের কর্ণধার জনাব আলীম-আল-রশীদ যিনি আমাকে সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে সর্বদা উৎসাহ ও সহযোগিতা করে থাকেন, শ্রদ্ধেয় বড়ো ভাই প্রতিম-গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী জনাব গোলাম হোসেন বাদল যিনি আমাকে লেখালেখির ব্যাপারে ইন্ধন যুগিয়ে থাকেন, অহোরাত্র সাহচর্য পাওয়া আরেক সহচর- জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম আমান যিনি আমাকে লেখায় আগ্রহ সৃষ্টি করেন প্রতিক্ষণে, শ্রদ্ধেয়া ভাবী- মিসেস সেলিনা দেওয়ান যিনি আমার প্রতিটি লেখার প্রথম পাঠিকা ও একজন শুভাকাঙ্খী এবং সব শেষে আমার বাৎসল্যভাজন আরেক ভক্তজনা- মিস্ মরিয়ম সুলতানা মিশু যার সুমহান সার্বক্ষণিক তাগিদ, তৎপরতা ও সম্প্রীতি আমাকে লিখতে আরো তৎপর করে তুলেছে- এই মহানদেরকে আমার সৃষ্টির পরম পুলক অনুভূতিতে ও গভীর হৃদ্যিক আবেশে সশ্রদ্ধায় উৎসর্গ করলাম এই ভালবাসাটুকু ।

তুমি কি আমায়

.... ?

মিজান পারভেজ ঝাঁতোষ
(M.A. Eng, Appren.,
Dip-in-Spanish, I.M.L., D.U.)
29/8/2002
শিক্ষক, বিনোদপুর রামকুমার উচ্চ বিদ্যালয়
মিরকাদিম পৌরসভা
মুন্সীগঞ্জ

(এক)

তুমি কি আমায়........?” তৌহিদ মায়াবী দৃষ্টিতে ত্রপার দিকে তাকিয়ে বলল। “মানে”? “ভালবাস..........?!” তৌহিদের একথা শোনা মাত্রই ত্রপা যেন আনন্দে লজ্জায় লালাভ হয়ে গেল। ও ভাবতেই পারেনি যে, ও তৌহিদের কাছ থেকে আচমকা এমন একটি Offer পাবে। কয়েক সেকেন্ড নিশ্চুপ থেকে ও তৌহিদকে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল--“হ্যাঁ,.... বাসি। আচ্ছা, বলুনত হঠাৎ কেন একথা ? কোনদিন ত বলেননি ?”, ত্রপা সবিস্ময়ে বলল তৌহিদকে। “বলিনি এজন্যে যে, যদি তুমি ....!” তাছাড়া, আগে তোমার মন-মানসিকতা ত আমায় বুঝতে হবে। সত্যি বলতে কী, আমি তোমার মনটা বুঝতে পারিনি কখনো। তবে তোমার মন মানসিকতা ভাল, বেশ ভাল।” “বেশ ভাল মানে ?” “তুমি মেয়ে হিসেবে অন্যদের চেয়ে আলাদা বৈকি!” জানিনা, সবাই তোমাকে কেমন জানে , তবে আমি তোমাকে জানি গভীর, গভীর, গভীর করে ....! আমার অর্ন্তদৃষ্টিতে.........!” ত্রপা মুচকি হেসে বলল, “শুনলাম, বাপু আপনার ইয়ে- টিয়ের কথা। এবার

বলুন ত আপনি দেশ ছেড়ে নির্বাসনে যেতে চাচ্ছেন কেন ?” “দেশ ? দেশ আর দেশ নেই! দূর্নীতিতে বিশ্বের পয়লা নম্বর! জানো ত্রপা, এজন্যে সত্যি আমার ভীষণ খারাপ লাগে। তবে একটু মায়া ঐ ওদের জন্যে। সারাজীবন খেটেই মরছে.............! ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত !” “ আপনি দেখ্ছি, দেশ ও দশের কথাও ভাবেন!” যদিও ত্রপা তৌহিদের আবেগ তাড়িত প্রশ্নের উত্তর চাতুর্যে এড়িয়ে গেল, ভেতরে ভেতরে ও তৌহিদকে বড্ড ভালবাসে এবং সর্বক্ষণই কল্পনা করে- তৌহিদ-ই তার হৃদয় সাম্রাজ্যের আজীবন সম্রাট। সেও কোনদিন তার মনমন্দিরের একান্ত আরজি তৌহিদকে পেশ করার সুযোগ পায়নি। পায়নি এজন্যেই যে, তৌহিদ কিছুটা খেয়ালি। যত দার্শনিকতা ওর মধ্যে! যে-কোনো জিনিসের প্রতিই ওর গভীর দর্শনবাদ, পরে কী হবে ? পরিণাম কী হবে ? এই-সেই ইত্যাদি.....। তবে আজ-কালকার যুগে এমনটি থাকাও যে ভাল। কেননা,এসমাজে যে যার মত করে চলছে। হিতে বিপরীত ঘটছে। আমাদের দৃষ্টিতে তৌহিদ ঠিক অবস্থানটাতে আছে। হয়ত ওর মতো এমনটি ভাবেনা বলেই অনেকে বিপদে পড়ে। যাগ্গে সেকথা, ওদিকে ত্রপা তৌহিদকে বসতে বলে অন্দরে চলে গেল ওর জন্যে চা বানাতে যদিও তৌহিদের চায়ের অভ্যেস নেই।

ড্রংইরুমে তৌহিদ একা। হঠাৎ ওর চোখ গেল দেয়ালে আঁটা জয়নুল আবেদীনের বিশ্বখ্যাত Master Piece --- "গরুর গাড়ি।" এতে বিষয়বস্তু ছিল এমনটি-গরুর গাড়ির চাকা ধরে পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এক উদ্যমী-সাহসী যুবক। যার চেষ্টায় কর্দমাক্ত বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে পারছে নিরীহ-নিরুপায় গরুদু'টি। এ দৃশ্যের দিকে তাকাতেই ওর নিজের কথা মনে পড়ে গেল বেচারা তৌহিদের। ওকেও যে জয়নুলের আবিস্কৃত ঐ যুবকের মতো হ'তে হ'বে।

যতদূর জানাগেছে যে, তৌহিদ সমাজের আট-দশটি ছেলের মতো নয়। অনেকটা ব্যতিক্রম। আর ব্যতিক্রম এই কারণে যে, ও শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডল থেকে দূরে.......! দেশের 'Political Structure' ওর মোটেও পছন্দ নয়। কেননা, তা' সুস্থ রাজনীতি চর্চার বদলে আজ "আপনা উদর-নীতি এবং সেই সাথে অপরকে পোষানোর সালসানীতি!" আর তাই ঘরে রাজনীতি, অফিসে রাজনীতি, শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি, মসজিদে রাজনীতি, মন্দিরে রাজনীতি.........! ঘরে-বাইরে সবত্রই রাজনীতি! এই রাজনীতি-ই ত খেয়েছে গোটা দেশটারে! রাজনীতি যদি রাজনীতি-ই হত, তাহলে দেশে সহিংসতা, ঘন ঘন হরতাল, ... এত অকল্যাণকর কিছু ঘটতনা!

(দুই)

একদিন এক অনুষ্ঠানে তৌহিদের এক ঘনিষ্ট বন্ধু ওকে দেশের অন্যতম বৃহত্তম পার্টির পক্ষে এলাকা ভিত্তিক সাংগঠনিক সম্পাদক হওয়ার অভিমত জানতে চাইল। এতে তৌহিদ ওর বন্ধু শাহেদ আনাকে জানায়, "I am sorry, my friend".

- "কেন, জানতে পারি ?"
- "হ্যাঁ, তা' পার। সত্যি বলতে কী, 'রাজনীতি' বল আর 'Politics' বল আমার ভাল লাগে না।"
- দেশের রাজনীতি এখন নোংরা নীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। "Politics has turned into filthy pollytricks" বলল তৌহিদ শাহেদ আনানকে।
- "তোমার কথা অনেকটা ঠিক।"
- "So I don't desire to incur myself into politics."
- "But why, friend ? সবাই ত এটাই চায়।"
- "তবে আমি চাই না।"
- "Sorry, friend ! sorry !"
- শাহেদ আনান ওর বন্ধুর মনোভাব ও ইচ্ছার কথা জেনে এব্যাপারে ফের আর কিছুই বলেনি।

(তিন)

ওদিকে চা এল। ত্রপা তৌহিদকে চা-য়ের পেয়ালাটা ঠেলে দিয়ে বলল, "এই যে মিঃ ! এই নিন "চা। চা! চায়ের ত অভ্যেস নেই।" "আমি নিজ হাতে বানিয়েছি । খেতে হ'বে যে! না খেলে কষ্ট পাব কিন্তু!" "আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, এই খাচ্ছি।" এই বলে তৌহিদ এক চমুক চা পান করতেই মনে পড়ে গেল- ওর ভাগ্নী নিতুর কথা। আজ সকালে নিতু ওকে "DANO" আনতে বলেছে। দুধ নেই। ও রাতে খাবে কী ?

নিতুর বয়স দুই ছুঁই ছুঁই। অতটুকুন হলে কী হ'বে। কথা বলে বেশ পাকা পাকা। যেন ট্রেনিং প্রাপ্ত একটা তোতা। বাড়ীতে নতুন কেউ এলেই আগে ওর প্রথম করণীয়টা হল - "নাম কী ? আপনি কে ? এসব ইত্যাদি।" তারপর ওর দ্বিতীয় করণীয় কাজটা হল- "এই বুই কার ? বুই, বুই ! বুই আমা--, আমা-- মামা!" নিতু ওর মামার বইয়ের আলমারী ও সুকেসটা দেখিয়ে বুকে হাত রেখে রেখে আগত ব্যক্তিকে ঐ একই রকম প্রশ্নকরে আর আধ্ আধ্ একই বুলি আওড়ায়।

তৌহিদ ত্রপাকে বিদায় জানিয়ে "সালমা কুটির" থেকে বেরিয়ে এল পথে। রাত আটটা। তখন পূর্ণিমা। চারিদিক ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে। সবুজ গাছগুলো

যেন চাঁদের আলোয় নতুন প্রাণ পেয়েছে। ঐ দূরের আকাশে কীযেন খুশীতে হাস্ছে রূপোলী থালার চাঁদ। যাকে কবিরা এক এক ক্ষণে একএক নামে আবিস্কার করেন। প্রেম পূজারী আর প্রকৃতি পূজারীদের একনিষ্ঠ বন্ধু ঐ চাঁদ, তাই নয় কি? প্রিয়-প্রিয়ার নিশি বিচরণ তথা সান্নিধ্যক্ষণকে আরো মধুময় করে তোলে দূরথেকে তার স্নিগ্ধ-রূপোলী আলোয়।

(চার)

ওদিকে তৌহিদ পথ অতিক্রম করছে ওর বাড়ী অভিমুখে। রাস্তায় সর্বক্ষণ ছিল নিভু নিভু জোনাকীদের মেলা। জ্বলছে, উড়ছে ওরা। বাড়ী এসেই তৌহিদ "নিতু নিতু, মা আমার" বলে ডাকতে লাগল। নিতু ঘুমথেকে লাফিয়ে উঠে বলল, "মামা! মামা! তুমি আইছ। নানু, মামা আইছে .....।" এই ব'লে নিতু হেঃ হেঃ ক'রে হাস্ছে। বাড়ীর গেটের সিট্কারীটা অবমুক্ত করলেন তৌহিদের মা। হাতে "DANO" দেখে নিতু আরো খুশী হ'ল। "দুদু খাব, দুদু খাব।" বলে উল্লাস প্রকাশ করল ও। ঘড়িতে ঢং ঢং ন'টার সংকেত। তারপর নিতু'কে দুধ খাইয়ে, কোলে নিয়ে ছড়া কেটে ঘুমপাড়াতে লাগল তৌহিদ। "আয় আয়, চাঁদ মামা! আমাগো নিতুর কপালে টিপ দিয়ে যা। তোর দেশে যাবে আমার লক্ষী নিতু মা........................।" একসময়ে

নিতু ঘুমিয়ে পড়ল। নিতু ঘুমিয়ে পড়লে তৌহিদ রাতের খাবার সেরে চলে এল ওর পড়ার টেবিলে।

(পাঁচ)

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ। ভাবাবেগে আপ্লুত হ'ল ও। একদিকে মনে পড়ে ওর মনমন্দিরে আশ্রিত প্রেয়সী-ত্রপাকে। আর অন্যদিকে ওর বর্তমান ও ভবিষ্যত। এসব ভাবতে ভাবতে আর কল্পনার রাজ্যে ছুটোছুটি করতে করতেই একসময় ওর কলমের ডগায় চলে এল-- হৃদয় নিঃসৃত বর্ণমালার পসরা ঃ

<u>পথিক আমি</u>

পথিক আমি ঠিকই ;
কিন্তু পথের মধ্যে যে কাঁটা !
তারিপরেতো দিতে হয় আমায়
অনেক কষ্টে হাঁটা!!
চলছি ত চলছি আমি
ত্রপা, এই বুকে আছো তুমি।
তোমার ছবি আঁকা
আমার এই হৃদয়ে।
এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা
যাচ্ছি নীরবে সয়ে।

জানলনা কেউ --
পথিক হ'লাম কেন ?
জন্মেছি আমি এই ধরাতে
যেন তোমাকে পেতে
ললাট আমার হেন!
দুঃখ মনে এতটুকু যে-
হ'ব পথিকের মতো পথিক।
পেয়েছি জীবনে কত ধিক!
হাঁটতে থাকি ....।
দেখিনা কোথায় পথের শেষ!
জেনেছি আমি- হাঁটলে সৃষ্ট হয় নূতন পথের !
একদিন ....
যাবে হয়ত তয়ে আমার
হৃদয় দোলা যত দ্বেষ !

এসব লিখতে লিখতে একসময় তৌহিদ নিদ্রা দেবীর কোলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ল। হাত ও মাথা টেবিলের ওপর আর চেয়ারে ভরকরা ওর নিতম্বখানা। এভাবেই কেটে গেল-পুরোটা রাত ! মশার কামড়ে যে ওর সর্বাঙ্গ হয়েছে অনেকটা ক্ষত-বিক্ষত। এমনিতেই চারিদিকে ডেঙ্গু জ্বরের যে প্রাদুর্ভাব!

এই মশার কামড় থেকে এই ধরনের মারাত্মক জ্বরের সৃষ্টি ! সে যাগ্গে, আপততঃ এই প্রসঙ্গটা উবিয়ে দিলাম ।

(ছয়)

রাতের পালাশেষ । ওদিকে ভোরের সুমধুর আজানের ধ্বনি ঃ

"আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাউম .... ।

.... ।

.... ।"

তারপর নামাজের ডাক । তৌহিদ যথারীতি মসজিদে চলে গেল । নামাজ শেষে ও ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে । মনে ওর বড়ো অভিমান । ঢাকা শহরের যে অবস্থা! যানজট ! এই যানজটের অবসান কখনো বুঝি হবে না (?) । বলি, কে করবে এর অবসান ? বিশেষ করে, চালকরা-ই এজন্যে বেশী দায়ী । কার আগে কে যাবে ? সর্বক্ষণই এই প্রতিযোগিতা ! তাছাড়া, কথায় বলে না- আইন যত কড়া, চোর তত পাকা! যে যায় লংকায়, সে হয় রাবণ! সে যাগ্গে, তৌহিদের ঢাকায় আসার অন্যতম কারণ হ'ল নিজের যোগ্যতাকে যাচাইকরে নেয়া । *গ্রামে পড়ে থাকা প্রতিভাধরব্যক্তিরা যেন এক খন্ড ইটের নীচে দীর্ঘদিন চাপা খাওয়া বিবর্ণ দূর্বাদলের মতো।*

তৌহিদের অবস্থাটাও তা-ই । ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ করা পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করা । ওর ইচ্ছে বিদেশী কোনো ফার্মে চাকুরী করা । কথাবার্তা ও চলন-বলনে ও দারুন স্মার্ট । যে-কাউকে ও সহজেই প্রলুব্ধ করতে সক্ষম । সারাদিন হণ্যে হয়ে এ-অফিস ও-অফিস । কোনো কাজ-ই হলো না । সবাই ওকে আশ্বাস দেয় বটে; নিশ্চয়তা দেয়না । আনুমানিক বিকেল ৩-টার সময় তৌহিদ বায়িং হাউজের এক অফিসে গিয়ে ওঠল । এমন সময় অফিসে সবাই কর্মব্যস্ত । রেস্ট রুমে বড়ো সাহেব মানে- BOSS বিশ্রাম নিচ্ছেন । দরজার কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে গেল ।

"কী চাই ? কাকে চাই ?" এসব প্রশ্ন । ভেতরে ঢুকেই তৌহিদ বুঝতে পারল- BOSS কে? BOSS -এর টেবিলের সামনে যেতেই BOSS ওকে লক্ষ্য করল ।

"কী ব্যাপার ?" "আমি তৌহিদ" । "OK. Sit down, please". "Thanks". "হ্যাঁ, বলুন । আপনি কে? কী চাই ?" "আমি তৌহিদুর রহমান, তৌহিদ । যেজন্যে এখানে আমার আসা তা' হচ্ছে- একটা চাকুরী চাই" । BOSS ভ্রু কুঁচকে বলল, "চাকরী ? চাকরী দিব কোত্থেকে? No vacancy here ! Sorry, young man ! তা'

আপনার পড়াশুনা .... ?" "ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ.।" "ওহ্ তাই বুঝি ? আপনার মতো প্রতিভাবান শিক্ষিত যুবকেরা চাকুরী-ঠাক্‌রী করবে কেন, বলুন ত ? ঢাকা শহরে যেহেতু এসেছেন, যান টিউশানী করুনগে। এতে সম্মান পাবেন। মূল্যায়ণও হবে এবং বি.সি.এস -এর জন্যে তৈরী হওয়া যাবে ! যতসব ! Humbug ! কোত্থেকে যে আসে আপদ !" BOSS দাঁত কিড়মিড় করে বলে ওঠল।

(সাত)

BOSS -এর এই দূর্ব্যবহারে তৌহিদ হতাশ হল এবং যাবার প্রাক্কালে সে BOSS -কে উদ্দেশ্য করে বলল---

"The dog of your residence also knows the better conduct than you do. O.K. Bye". ("অর্থাৎ আপনার বাড়ির কুকুরটিও আপনার চেয়ে ব্যবহার ভালো জানে। ঠিক আছে, চলি।") এ-ই যুগে একটা ভালো চাকরী জোটাতে হলে- শুধু মামা-দুলাভাই এর 'হ্যালো হ্যালো'-ই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন-মালেরও যাকে বলে 'Second God।' শেক্সপিয়ার বেঁচে থাকলে আজ এর বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পেতেন! আর যথার্থই বলতেন- Money is second God !

(আট)

রাস্তায় চলে এলো তৌহিদ। পড়ন্ত বিকেল। সারাদিন এ-অফিস, ও-অফিস করে দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি ওর। চৈত্র মাসের গরম। ভীষণ গরম! শহরের পিচ্ ঢালা গল্ গল্ পথটাও যেন তৌহিদের চলার গতি রুদ্ধ করে দেয়। আর গলা পিচ্ ওর স্লিপারে লেগেই আছে। এক হাতে ও পকেট থেকে বের করা রুমাল দিয়ে মুখের পরিশ্রান্ত ও হতাশার ছাপ মুছছে। আরেক হাতে ওর অর্জিত সনদ- পত্রের ফাইল ! কিছু দূর হাঁটতেই ও তরমুজের এক ফেরিওয়ালাকে দেখতে পেল। এক ফালি তরমুজ তিন টাকায় কিনে খেতে খেতে উদ্দেশ্যহীনভাবে রমনা পার্কের দিকে চলে এলো ও। পার্ক দেখে ও ভাবল, একটু বিশ্রাম নেয়া যাক। কেননা, সারাদিন এমনিতেই ও 'Mental tension-' এ ছিল। পার্ক ত পার্ক! যেন বর্তমানে মক্ষীরানীদের লীলা ভূমি। অসংখ্য বৃক্ষ আর তৃণে ভরা। পার্কে ঢুকে কিছুদূর পথ হাঁটতে ও ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করল। তারপর ও পুরনো এক বট গাছের তলে কাছের একটা বেঞ্চিতে বসল। সেখানেও ওর কল্পনা। দু'চোখে বর্নিল স্বপ্ন। একটা ভালো চাকুরী পেলেই ও নিজেকে গোছাতে পারবে। তারপর ওর প্রতিভা বিকাশের

সুযোগ হবে ভালোভাবে। ওহ্ বলাই হয়নি..! তৌহিদ যে ভালো লেখক যদিও ও লেখক হিসেবে তেমন স্বীকৃতি পায়নি। আর ওর এই স্বীকৃতি না পাবার পেছনের কারণ একটাই তেমন কোনো সুযোগও ওর মেলেনি। ওপরে ওঠতে হ'লে, নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হলে কারো Backing কিংবা Help যে লাগে! এই যুগে নিজে নিজে বড়ো হওয়া বড়ই কষ্ট ও কঠিন! কেউ কারো নয়! প্রত্যেকে নিজকে নিয়ে ব্যস্ত! যেন 'আপনা প্রাণ বাঁচা' -এই মূলমন্ত্রে।

(নয়)

তৌহিদের ঢাকামুখী হওয়ার পিছনে আরেকটি কারণ হল ওর বর্তমান Boss ওকে কোনো রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে নারাজ। পড়াশুনাতেও ছিল ওর- Year gap ইংরেজিসাহিত্যে এম. এ. পড়া অবস্থাতেই ওর বর্তমান চাকুরটি মেলে। এ চাকুরীটি পেতেও ওকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। যোগ্যতা বলে ইন্টারভিউতে প্রথম হয় ও। তাস্বত্ত্বেও অনেকে ওর প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া, চাকুরীর বাজারে এমনিতেই ধরাধরি অবস্থা ....! যে প্রথম হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার-ই শেষে চাকুরীটি হয় না...! চাকুরী প্রাপ্তির প্রেক্ষাপটে এখন এই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে...!

(দশ)

সন্ধ্যা হয় হয়। ক্রমশঃ পার্কের চারিপাশে আঁধার ঘনিয়ে এলো। সেদিকে ওর খেয়াল নেই। হঠাৎ চোখ খুলতেই এক পোষাকী ভদ্রলোককে দেখতে পেল ও। তাও ওর চোখের সামনে জলজ্যান্ত ! সে এসে বলল, "ছ্যার, ভালো মাংস ছ্যালো। চলবো?" একথা শুনে তৌহিদ হাঁ করে তাকিয়ে রইল। মনে মনে বলল, "ব্যাটা বলে কী! আরে ভাই, ভালো মাংসটা কী?" তারপর ঐ পোষাকী ভদ্রলোক ওর কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে,

" আরে ছ্যার, ভালো মাল আছে। আনন্দ পাইবেন! যেমনে খুশী ---! কোন অসুবিধা নাই।" এসব শুনে তৌহিদ মনে মনে বলে, "আমি কোথায় এলামরে বাবা ! এযে দেখছি যমদূত আমার সাক্ষাৎ সামনে! ইজ্জত গেল বুঝি! খোদা, রক্ষা করো। "এর মধ্যেই পুলিশ খদ্দের ও ভাসমান মক্ষীরাণীদের ধরার উদ্দেশ্যে বাঁশি ফু দিতে দিতে তাদের সামনে প্রায় হাজির। পুলিশের আগমন দেখে পোষাকী ব্যাটা দে ছুট। পুলিশ দেখে ত তৌহিদের চোখ ছানাবড়া! "পুলিশ কেন ?" পুলিশ আসাতে একদিকে ও পোষাকী ব্যাটার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। আর অন্যদিকে, আরেক বিপদ এসে

ওর কাঁধে ভর করল বুঝি(?)। কেননা, বাংলাদেশের পুলিশদের কাছ থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার চেয়ে উল্টোটা পাওয়ার সম্ভাবনাই ১০০%, তাই নয় কি ?

এদেরকে নিরাপদ মনে করে ব্রিটিশ হাই কমিশন অফিসে চাকুরীরত এক ব্রিটিশ মহিলা নাগরিকও রেহাই পায়নি। জোর পূর্বক তারা পালাক্রমে তার ব্রিটিশ সম্ভ্রমটুকু সানন্দে লুটে নিয়েছিল! পরে এই নিয়ে কত কী! তারপরেও ত তারা বহাল তবিয়্যতে আছে ! সত্যি কথা বলতে কী, পুলিশ হচ্ছে গিয়ে লাইসেন্স করা সরকারী মাস্তান। কথায় বলে, " পুলিশ তার মায়ের ইয়েরেও ছাড়েনা!" কথাটা ১০০% খাঁটি। একচুলও মিথ্যে নয়।

"এই ব্যাটা ! তুই কে ? এখানে ক্যান ?" বলে ওঠে পুলিশের একজন। একথা শুনে তৌহিদ কিছুটা বিচলিত হলেও ও বলে - "আমি তৌহিদ। সারাদিন চাকুরী খুঁজেছি। বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে এখানে! চোখদু'টো লেগে গেলেই সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। তার পর এই....................!"

"ব্যাটা, ভাওতাবাজির জায়গা পাস্‌নি। তুই এসেছিস মাল পোষাতে। ও আমরা দেখলেই বুঝি।"-- বলে ওঠল এক পুলিশ। "দেখুন, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি সৎ

পিতা-মাতার এক সৎ সন্তান।" তৌহিদ কিছুটা চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে বলল।

"ব্যাটা, বদমাশির জায়গা পাসনা?" "ভাই শুনুন......... !" "আবার কথা ? শালাকে হ্যান্ডকাপ পড়াত ! তার পর ওকে থানায় নিয়ে চল।" জোর গলায় বলে পুলিশের বড় মিয়া। এরই মধ্যে পুলিশের একজন তৌহিদকে ফিস্ ফিস্ করে বলে, "ব্যাটা, মাল ত পুষিয়েছিস! এবার আমাদেরকে পুষিয়েদেনা। মাল ছাড়! জানে বাঁচতে চাইলে তা-ই কর ! নইলে, সোজা শ্বশুর বাড়ি- থানায় যাবি।" তৌহিদ এহেন আচরণ ও কটুক্তিতে মনে ভীষণ কষ্ট পেল। এটা কি পুলিশের ভূমিকা ? পুলিশ মানে 'আরক্ষক'। আর আরক্ষক মানে - যারা দেশের আইন ও শৃঙ্খলারক্ষা করে। আর এখানে কিনা তারা এহেন অবস্থা সৃষ্টি করে ঘুষ চাচ্ছে! তৌহিদের কাছে তেমন টাকা-পয়সাও নেই। তাছাড়া, ও ত নির্দোষ। কোন দুঃখে ও ওদেরকে ঘুষ দিবে ? আর এটাও কি উচিৎ ? ভেতরে ভেতরে সহজ-সরল যুবক তৌহিদ লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। চাকুরী খুঁজতে এসেই এই অবস্থা ! কোন দেশে তার জন্ম হয়েছে ? হায়রে, অভাগাদেশ! শেষে সত্যি সত্যি তৌহিদ থানায়! রাত তখন দশটা। থানার দেয়ালে

আঁটা ঘড়িটা ঢং ঢং করে ওঠল। ঘড়িটার অবস্থা দেখে বুঝাগেল যেন এটা বৃটিশদের মাল!

থানার বড়ো কর্তা তৌহিদকে দেখে ত অবাক ! "আরে! এ ছেলে এখানে কেন ? "ব্যাপার কী ?" "ব্যাপার একটাই। ঐ যে রমনা পার্কে ....!" বলে ওঠে পুলিশের বড়ো মিয়া। "রমনা পার্কে! ঠিক বুঝলামনা, বুঝিয়ে বল।" থানার বড়োকর্তার ঝাঁঝালো জিজ্ঞাসা। "খদ্দের ও পতিতাদের ধরতে গিয়েই ওকে পেলাম। ব্যস, ধরে নিয়ে এলাম।" তৌহিদের অভিজাতিক চেহারা-ই থানার বড়ো কর্তাকে তার অধিনস্থদের ওপর ক্ষেপিয়ে দিল।

"আসলে তোমরা যারে পাও তারেই ধরে এনে থানা বোঝাই কর। সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারনা ? বুঝনা ? Face is the index of mind. একটা মানুষকে দেখলেইত বুঝা যায় সে অপরাধী না নিরাপরাধী। তোমরা ভুল করেছ। এই ছেলে কিছুতেই অপরাধী হতে পারেনা। তার চেহারা-ই তা বলে দিচ্ছে।" --- রাগে বলে ওঠলেন থানা বড়কর্তা আজাদ সাহেব। পুলিশের বড়ো মিয়া নিশ্চুপ। যেন সে এই ভুমিকা পালনরত -- "Silence is gold" অর্থাৎ নীরবতা হিরণ্যময়। তারপর আজাদ সাহেব সবাইকে

চলে যেতে বলে এবং তৌহিদকে তার কক্ষে নিয়ে জানতে চাইলেন "প্রকৃত বিষয়টা কী"

তৌহিদ আজাদ সাহেবের অমায়িক ব্যবহারে কিছুটা আশ্বস্ত হলো। তারপর ও তাকে পুরো ব্যাপারটা জানাল। থানার বড়োকর্তা শুনে ত অবাক !

(এগার)

এদিকে রাত অনেক হয়ে যাওয়াতে তৌহিদের পরিবারের সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সেই যে সকালে ঢাকায় গেল। এখনও ফিরলনা। ব্যাপার কী ? কী হলো ওর ? ক্রমশঃ গভীর রাত হয়ে পড়েছে। মা ওর ভীষণ চিন্তায় আছেন। ছেলের জন্যে 'নামাজ মানত'। খোদার কাছে প্রার্থনা। সকাল হয়ে গেল। সারারাত মা তৌহিদের উৎকন্ঠায় ছিলেন। আসলে কথায় বলে না, রাখে আল্লাহ মারে কে ? ওদিকে থানার বড়োকর্তা তৌহিদকে স-সম্মানে ছেড়ে দিলেন। রাতে তৌহিদ তার সাথে ছিল। তৌহিদ চলে এল ওর বাড়ী- মুন্সীগঞ্জে। তৌহিদেরা ভাই-বোন চারজন। তৌহিদই পরিবারের বড়। দু' ভাই, দু' বোন। একবোনের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট বোন ভার্সিটিতে পড়ে। নাম কনক। আর ছোট ভাই টিপু। সে-ও অনার্সে পড়ে। বাবা কোর্টে চাকুরী করেন। মা গৃহিনী।

(বার)

বাড়িতে এলে পরিবারের সবাই ওকে পেয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছে। রাতে কোথায় ছিলি ? কোথায় ছিলেন ? .... ইত্যাদি। আর ওদিকে ত্রপাও বেশ উৎকন্ঠিত। কত দিন হলো ! তৌহিদ আসছেনা ! কেন আসছেনা ? ওর ভালো লাগছেনা। ত্রপারা ভাই-বোন পাঁচ জন। দুই বোন, তিন ভাই। ত্রপা সবার ছোট। কলেজে পড়ে। ছাত্রী হিসেবে ততটা মেধার স্বাক্ষর রাখতে নাপারলেও নীতি ও দয়া প্রদর্শনে স্বাক্ষর রেখেছে বটে! তৌহিদকে আকৃষ্ট করার মতো ওর একটাই গুণ যথেষ্ট ছিল। তা হল - ও কখনো কারো সম্পর্কে বাজে মন্তব্য বা কুৎসা শুনতে পারেনা। শুনলেই রেগে লাল হয়ে যায়। যেন রাগে ফাটা ফিকেলাল কাশ্মিরী আপেল! প্রথম দর্শনে ত্রপাকে তৌহিদের ভালো লেগেছিল; কিন্তু দীর্ঘদিন তৌহিদ ওকে ওর হৃদয়ের মসনদে আসন দেয়নি। কারণ ত্রপারা ধনী। High Society-র মানুষ ! তৌহিদ এমনিতেই ধনীর দুলালীদেরকে মোটেও পছন্দ করত না। ওর জানা মতে, আজকালকার ধনীর দুলালীদের অধিকাংশই ফ্যাশন দূরন্ত ! অহংকারী !

তুমি কি আমায় ......?

সাপের মতো বার বার খোলস বদলায় ! মন নিয়ে খেলে! শেষে সময় হলেই কেটে পড়ে অকৃতজ্ঞের মতো।

(তের)

দীর্ঘদিনকার কথা ....! এরই মাঝে তৌহিদ একসময়ে ত্রপাকে গভীর ভালবেসে ফেলে। ত্রপাকে ওর ভালোলেগেছিল ওর মার্জিত ব্যবহার ও সুন্দর আচরণের কারণে। তাছাড়া, ত্রপা ধনীর দুলালী হওয়া স্বত্ত্বেও, ওর বলতে গেলে কোনো দর্প বা অহংবোধ-ই নেই। ত্রপা সবসময় তৌহিদকে ওর ভালো ভালো কাজে যথেষ্ট উৎসাহ যুগিয়ে থাকে। তৌহিদের হৃদয় রাজ্য জয় করার এটাও যে ওর আরেকটি হাতিয়ার !

তৌহিদ সুদর্শন। সবদিক থেকে। আর ত্রপা ? সেও এক অপূর্ব সুন্দরী..! যার উপমা মেলে ও এযুগের ভেনাস ! ওর দেহ বল্লরী যে- কাউকে আকৃষ্ট করার মতো। এমনিতেই ও সিংহরাশির জাতিকা। বুঝতেই ত পাচেছন ওর বক্ষযুগল কেমন হতে পারে। সুডৌল! যেন K-2 পর্বত! চেহারা গোল, উন্নত কপাল। চোখে আছে মায়ার সিন্ধু! ঠোঁটে বিশ্ব জয়ের সান্ত্বনা। আর অন্তরে...? সে যে ভেনাসের হাতছানি ....!

এসমাজের বহু রোমিও ওর পেছনে ঘুরঘুর করে। বুঝেনইত কেন করে ? সে আর বলবার অপেক্ষা রাখেনা। মাঝে মাঝে ও চাপা-স্বভাবের হয়ে পড়ে। কখনো বা চঞ্চল

মতির। আবার কখনো বা বনের *অবিচল, চঞ্চল প্রজাপতি!*

(চৌদ্দ)

তৌহিদ কলিং বেল টেপল কয়েক বার। কাজে এলনা। Date হয়ে আছে ওটা। তার.পর দরজায় নককরতেই চলে এল *স্বর্গের অপস্বরা ত্রপামনি*। তৌহিদকে দেখেই ও মনে মনে উল্লসিত হল। তবে তা' প্রকাশ পেল ওর দু' নয়নে। যেথায় রয়েছে বিন্দু বিন্দু করে গড়ে ওঠা ভালবাসার সিন্ধু। খুশির ঝিলিক দিয়ে ওঠল ওর দু' অক্ষিগোলকে। ভেতরে গিয়ে বসল তৌহিদ। তৌহিদকে বসতে বলে ত্রপা ওর বেড রুমে চলে গেল। একটু সেজেগোজে আসার জন্যে। মিনিট কয়েক পর ফিরে এল ও। ছালাম দিয়ে বলল,

"কেমন আছেন ?"

"ভালো।" ছালামের জবাব দিয়ে কিছুটা গম্ভীরস্বরে বলল তৌহিদ।

"একয়দিন শরীর খারাপ করেছে বুঝি ?"

"না, শরীর খারাপ ছিলনা।"

"তাহলে, আসেন নি যে?"

"ব্যস্ত ছিলাম। তাই।"

"তা আপনার লেখা কত্তদূর ?"

"কলম নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মতো চল্‌ছে এগিয়ে। থেমে নেই।" এই বলে তৌহিদ মৃদু হাসল। তারপর ও ত্রপাকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল - "এই কাছে এসোনা, লক্ষীটি আমার।"

ত্রপা ওকে পুলকাড় দৃষ্টিতে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি দিয়ে বলল - "ক্যানো ?"

- "এসোইনা, লক্ষীটি।"

- এই বলে তৌহিদ ওকে জাপটে ধরে পরপর
- দু'টো চুমু খেলো। তারপর হাতে হাত রেখে বলল - "লক্ষীটি আমার, তোমাকে ছাড়া আমি যে অন্ধ ! তোমাকে নিয়ে আমার দু'চোখে কত স্বপ্ন ! তুমি যদি আমার জীবন আকাশ থেকে কখনো খসে পড়, সত্যিই আমার সেই আকাশ চিরতরে নীহারিকার ঘন আঁধারে ঢেকে যাবে। আমি মানুষটার মৃত্যু হবে এখানেই! " ত্রপা তৌহিদের ওষ্ঠযুগলে ওর ডান হাত রেখে বলে

ওঠল "একি বলছ ? ওভাবে বলতে নেই! আমি যে পাগল হয়ে যাব! আমি তোমাকে চাই...! আমার জীবনে তোমাকে ছাড়া আমি কাউকে ভাবতেই পারিনা! তুমি আমার কিউপিড যে!" তারপর ও আবেগ আপ্লুত হয়ে ফের বলে ওঠল-

- " If our two loves be one,
- Or, thou and I
- Love so alike, that none do
- Slacken, none can die."

[- অর্থাৎ "তুমি আর আমি,
দু'টি প্রেম হই যদি একটাই ।
ভাঙ্গিতে পারেনা, শিথিল হ'তে পারে না,
পারে না মরিতে কোনটাই ।"]

ত্রপার ভাবাবেগপূর্ণ এই সংলাপে তৌহিদ কি স্থির থাকতে পারে ? সেও কবি জন ডানের মতো করে বলে ওঠল,

"And now good morrow to our walking souls,

Which watch not one another out of fear;

For love, all love of other sights controls."

"অর্থাৎ তোমার আঁখিতে মোর ছবি,
মোর আঁখিতে তোমার ।
মোদের সরল চিত্তের নিষ্পাপ প্রেম
সে যে প্রকাশ করে মুখায়ব তোমার আমার ।"

উভয়েই এই আবেগঘন সংলাপছন্দে স্বর্গীয় এক গভীর পুলকে খানিকক্ষণের জন্যে মেতে ওঠল । যেন ওরা এখানেই স্বর্গের পরম তৃপ্তি উপলদ্ধি করছে। ওরা আলিঙ্গনাবদ্ধ । এমন সময় ত্রপাদের কাজের মেয়ে ঝিনুক আসতেই টের পেয়ে ওরা দূরত্ব বজায় রেখে ঠিকঠাক হয়ে বসল ।

(পনের)

ঝিনুক এসে বলল- "এই যে খালা, নানী আপনারে ডাকছে ।" আচ্ছা, ঠিক আছে, তুই যা । আমি আসছি ।" তারপর ত্রপা তৌহিদকে বসতে বলে ভেতরে চলে গেল । "মা, কী ব্যাপার ? কী জন্যে ডেকেছ ?" কে এসেছেরে? তৌহিদ ভাই ।" তৌহিদ এসেছে !

-"হ্যাঁ, মা ।"

- " তা এতদিন আসেনি কেনরে ?"

- " ব্যস্ত ছিল। তাই।"
- "ওহ্ !"
- "তা, ওকে কিছু খেতে দিয়েছিস ?"
- "না, মা।"
- "কেন ?"
- "মাত্র এল যে।"
- "ওহ্। ওকে ফ্রিজ থেকে মিষ্টি আর দৈ নিয়ে দে।"
- "মায়ের এই আতিথেয়তামূলক কথা শুনে ত্রপার খুব ভাললাগল। মা বুঝি ওকে পছন্দ করেছে।
- "ঠিক আছে। যাচ্ছি, মা।"
- "ত্রপা তৌহিদকে মিষ্টি আর দৈ এনে খেতে দেয়।"
- তৌহিদ দৈ- মিষ্টি দেখে বলে ওঠে-
- "আরে ত্রপা এসব কেন ?"
- "আমি জানি না, মা দিয়েছেন।"
- "মা ! " কিছুটা সবিস্ময়ে বলল তৌহিদ।
- "হ্যাঁ, কোনো ভনিতা নয়। এবার খেয়ে সাবাড় করে ফেলুন, মিঃ।"

- "আরে, এতসব খেলে ডায়াবেটিস হবে যে !"
- "হবে না, মিঃ। হবেন্না ২৪।"
- এসব কথার পর উভয়েই হো-হো করে হাসল। তারপর তৌহিদ কিছুটা খেল। ত্রপা তৌহিদের দিকে তাকিয়ে বলল, "সোমবার একটু সময় হবে ?"
- " কেন বলত ?"
- "কলেজে একটু সমস্যা হয়েছে।"
- ওহ্ তা আমায় যেতেই হবে ?"
- "হ্যাঁ, ... হবে।"
- আচ্ছা, ঠিক আছে আমি যাব।"
- "তা কখন ? সময়টা ......?" ত্রপার দিকে চেয়ে বলল তৌহিদ।
- "সকাল ন'টায় হলেই চলবে।"

(ষোল)

সেই কাঙ্খিত দিন- সোমবার এলো। সকাল ন'টায় তৌহিদ রওয়ানা হল এবং যথা সময়ে ও সরকারী হরগঙ্গা কলেজে উপস্থিত হল। ওদিকে ত্রপা আর ওর বান্ধবী নিকু কলেজের করিডোরে অপেক্ষাকরছে। আর ঘড়ি দেখছিল।

“ইস্ ! আসছে না কেন ?” “হঠাৎ চেয়ে দেখে তৌহিদ কলেজের গেটের সামনে ।”

- “এইযে, ত্রপা !”
- “আরে, সত্যিই যে মিঃ এসেছ!”
- “আসবনা ? আমার ত্রপা যে বলেছে, বসে থাকতে কি পারি ?”
- “হয়েছে মিঃ ।হয়েছে।এবার একটু থামুন ।”
- “আচ্ছা, এবার বলো, তোমার সমস্যাটা কী ?”
- “আরে বাবা, একটু জিরোও। “সমস্যা যেটা ছিল তা’ সমাধান হয়েগেছে।” “সমাধান হয়েগেছে ?” “হ্যাঁ, সমাধান হয়েগেছে। কলেজের মামুন ভাই তা’ সমাধান করে দিয়েছেন ।”
- “মামুন ভাই ? উনি ……….. ?”
- “আমার বড় ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।তাছাড়া, উনি ত এই কলেজের সংসদের সাধারণ সম্পাদক ।”
- “তাহলে, এলাম শুধু শুধু ?”
- “না, মিঃ।শুধুশুধু আসেননি ।”

তুমি কি আমায় ……?

- “তাহলে ………. ?”
- “ আজ ক্লাস করব না। তাছাড়া, শুনলাম। সুনির্মল স্যার আসবেন না। চলো না, একটু ঘুরে দেখি এই শহরটাকে ।”
- “ এই রৌদ্দুর মধ্যে ঘুরবে ?”
- “ হ্যাঁ, ঘুরব। অসুবিধে কী ?”
- “ রৌদ্রে ঘুরলে যে আমার মাথা ব্যাথা করে! তাছাড়া, ডাক্তারের নিষেধ ।”
- “ হ্যাঁ, বুঝেছি ডাক্তার, ডাক্তার, ডাক্তার! কিছু বললেই ডাক্তারের দোহাই ।”
- “ তুমি বুঝি ডাক্তার পছন্দ কর না ?”
- “মোটেও না। শুনলে গা জ্বলে ওঠে। ওরা শিক্ষিত ডাকাত! বেশির ভাগই চরিত্রহীন!”
- “ঠিক আছে।আর শুনবে না।তাহলে চলো, ঐ শিউলি গাছটার তলে গিয়ে খানিকটা বসি। এমনিতেই ঘেমে গিয়েছি ।”
- “আচ্ছা চলো, তাহলে ।”

- তারপর ওরা যথাস্থানে বসল। গাছটার ঠিক ছায়ায়। ঝির ঝিরে বাতাস বইছে। ত্রপার মাথার কেশগুলো যেন এলিয়ে পড়ছে।
- উভয়ে নিশ্চুপ। কেউ কোনো কথা বলছে না। কারণ একটাই। তা হলো বান্ধবী নিকু। ওর সামনে তৌহিদ ইতস্ততঃবোধ করছে। আগে কখনো ও ওর সামনে ত্রপার সাথে ঘনিষ্ঠ আলাপ করেনি। নিকু ওদেরকে নিশ্চুপ দেখে বুঝতে পারল বিষয়টা কী। তাই ওদের দু'জন কে কথা বলার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে একটু কাজ আছে বলে ত্রপাকে চোখ টেপে "চালিয়ে যাও, বান্ধবী" ইঙ্গিত করে চলে গেল। এখন ত আর কোনো বাঁধা নেই। কোনো সাক্ষীও নেই। কে কাকে কী বলবে তৃতীয় কেউ জানবেনা। শুধু দু'জনেই দু'জনার!
- "এই যে ত্রপা, কিছু একটা বল।"
- "কী বলব ?" স্মিত হেসে বলল ও।
- "আচছা, বুঝেছি তুমি কিছু বলবেনা। তাহলে আমী- ই বলি .... ।
- কবি John Keats এর নাম শুনেছ ?

- "না, উনি কেমন কবি ছিলেন ?"
- উনি ছিলেন সৌন্দের্যের কবি, সত্যের কবি।
- "তাঁর বিখ্যাত উক্তি কি জানো ?"
- "না, বলুন না। কী....?" তৌহিদ ত্রপাকে ভেংচির সুরে বলে, "বলুন না কি....?" এতে উভয়েই হাসল।
- "তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি হলো ---
- "Beauty is truth, truth beauty, --- that is all."
- Ye know on earth, and
- All ye need to know."
- অর্থাৎ "বলবে তুমি, 'সুন্দরই সত্য
- সত্যিই সুন্দর,
- পৃথিবীতে এই সত্য; এই জানার।"
- এই John Keats- এর জীবন ছিল অত্যন্ত tragic! সারাজীবন সত্য আর সৌন্দর্যের অন্বেষণে ছুটে বেড়িয়েছিলেন; অথচ তার জীবনে বিয়ের সত্যিকারের ফুলটিও ফোটেনি। অল্প বয়সে মৃত্যুর সাথে সন্ধি করেছিলেন তিনি।

- "কেন ?"
- "সে অনেক কথা.....!"
- "ঠিক আছে। আজ থাক।"
- "এবার তোমার কথা। আমি তোমাকে চাই। শুধু চাই-ই না, বিয়েও করতে চাই। একবারের জন্যে পেতে চাই। যাকে বলে ------
- " Life partner "
- "আমাকে সত্যি চান ?" ত্রপা মৃদু হেসে বলল।
- "হ্যাঁ, চাই।" মাথা নেড়ে তৌহিদ জবাব দিল ত্রপাকে।
- "আমি যদি মরে যাই ?" কিছুটা আবেগঘন ভাবে বলল ত্রপা।
- "আমিও ও মরে যাব, ডার্লিং।"
- "পারবেন, মিঃ ?" ত্রপা তৌহিদের চোখের দিকে চেয়ে বলল।
- "হ্যাঁ। পারব, প্রিয়ে।"
- "আমাকে এত ভালবাস?"
- এই কথা বলার সাথে সাথে তৌহিদ ত্রপাকে জড়িয়ে ধরে ওষ্ঠযুগলে গভীর স্বর্গীয় চুমু খেল।

পরিবেশটা বেশ শান্ত ছিল। একটা কাক-পক্ষীও ছিলনা আশ-পাশে। কোলাহলমুক্ত। যেন সাহারার নীরবতা ! ক্লাস চলাকালীন সময়ে এ-ই দিন অন্যান্য দিনের মতো ছাত্র-ছাত্রীরা তেমন কেউ ক্লাসের বাইরে ছিল না। কারণ নবাগত অধ্যক্ষ সাহেব বড়ই কড়া !

- " জানো ত্রপা, আমার না ভীষণ ভয় হয়।"
- "ভয়!"
- "হ্যাঁ, ভয়।"
- "ভয় আবার কেন ? জানতে পারি ?"
- "হ্যাঁ, তোমাকে যদি না পাই ...!"
- " কেন পাবে না আমায় ?"
- "কারণ নারীজাত পাত্রে রাখা তরল পদার্থের মতো। অর্থাৎ একেক পাত্রে একেক আকার ধারণকরে। এদের নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। তাছাড়া, নারী লোভী ! এরা একজনে তৃপ্ত হতে চায়না। তাই নজরুল 'দোলনচাঁপা'য় বলে ছিলেন ঃ
- "এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন প্রীতি!

- ....
- নারী নাহি হতে চায় শুধু একাকারো,
- এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজাপায়,
- এরা চায় তত আরো ।
- ইহাদের অতি লোভী মন,
- একজনে তৃপ্ত নয়,
- এরা পেয়ে সুখী নয়, যাচে বহু জন ! ”
- “ দ্যাখো, তৌহিদ । সবাইকে এক পাল্লায় মাপা বোধ হয় ঠিক হবে না । আমি তোমাকে ভালবাসি । যদি এটা মাপা যেত, তাহলে তোমাকে তা’ মেপেই দেখাতাম ।” এই কথা বলে ত্রপা অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠল । ত্রপার চোখে অশ্রু দেখে তৌহিদও আবেগে আপ্লুত হলো । তারপর আর কী! আবার দু'জনে পরস্পরকে জাপটে ধরে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলো । যেন ভদ্র আদিমতা! কলেজের ঘন্টা পড়তেই ছাত্র-ছাত্রীরা বেরিয়ে এলো । ওরাও ওঠে এলো ।

(সতের)

বাসায় এসে তৌহিদ নিত্য দিনকার কাজ সেরে টেবিলের সামনে বসল । চোখেরসামনে বিশাল আয়না ।

সেদিকে তাকিয়ে প্রেম, ভালবাসা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবতেই আবেগ তাড়িত হয়ে আবৃত্তি করল ঃ

- “ বসন্তের সবফুল, পাখীদের গান,
- ভরে দিক আনন্দে তব মন-প্রাণ ।
- খুশীর ঝর্ণাধারা, সুখের প্রভাত,
- স্বর্ণ ছড়ায়ে দিতে ভরে দুইহাত ।
- আজকের এইক্ষণ স্মৃতিতে মিলাবে ।
- হাজার বছর পরে কে, কোথায় রবে ?
- শুধু নিয়তিই জানে হায়!
- তখনও কি এভাবেই মনে পড়বে আমায় ?”

এসময়ে তৌহিদের ভাগ্নী নিতুর উপস্থিতি । “মামা, ও মামা, তুমি কী কচ্চো ? মামা । ও মামা! কার সাথেকথা বলছ ?”

- নিতুর একথাশুনে তৌহিদ ওর দিকেই তাকিয়ে রইল ।
- তারপর নিতুকে কোলে নিয়ে একটু আদর করল । এবং বলল, “কারো সাথে না, মা । আমি আমার সাথে কথা বলছি ।”
- “কেন মামা ?”

- “চুপকর ত !”

নিতুর পাকামোতে তৌহিদ রেগে ওকে ধমক দেয়। নিতু কাঁদ্ কাঁদ্ চোখে চলে যায়। ক্লান্তি বোধকরে তৌহিদ বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। সন্ধ্যা গড়িয়ে গভীর রাত। বাহিরে নিশাচর পাখীর কিচির- মিচির শব্দ। ওদের শব্দ সম্ভার এমন যে, জেগে থাকা লোকও তাতে ভয় পেয়ে যাবে। আসলে যেটার জন্যে যে পরিবেশ ! রাতের খাবার খাওয়ার জন্যে ওর মা বেশ কয়েকবার ডেকেছিলেন। তৌহিদ শুয়েই রইল। ফের ওকে আর ডাকা হল না। ভোরে পাখীর কিচির মিচির শব্দে ওর ঘুম ভাঙ্গল। প্রার্থনা শেষে তৌহিদ স্থির করল আজ সে কোথাও যাবেনা। সারাদিন ওর ঘরে বসে সময়টা কাটাবে অন্যকিছুকরে। ইচ্ছে জাগল দৈনিক পত্রিকার জন্যে ও একটা আর্টিকেল লিখবে। বিষয়টা হচ্ছে ‘Communicative English’ -এর ওপর। দুঃখের বিষয় ! আসলে ‘Communicative English’ বলতে ইংল্যান্ডের D.A. Wilkins যা বুঝিয়েছেন আমাদের দেশের মহাপন্ডিতেরা তার উল্টোটিকরে ছেড়েছেন। ‘Communicative Method’ হয়ে গেল ‘Comprehensive Method.’ যা কলি প্রতিম শিক্ষার্থীদের কোনো কাজে আসবে না। অংকুরে বিনষ্ট হয়ে গেল এরা! মূলতঃ আমাদের দেশে ইংরেজি শেখার

প্রেক্ষাপট হয়ে গেল- দু’টি বিপরীত ধারায় ! (এক) কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন গাওয়া। অর্থাৎ দেশের মাথাওয়ালারা যে শিক্ষানীতি বর্তমানে প্রণয়ন করে চালু করেছেন। (দুই) বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধাবে কে ? অর্থাৎ দেশে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শেখানোর জন্যে এত দক্ষ শিক্ষক কোত্থেকে পাবে? জাতি শেষ! তৌহিদ সুবিন্যস্তকরে আর্টিক্যালটি লিখে ফেলল। দু’দিনপর তা’ ইত্তেফাকে ছাপানো হল। বেশ হৈচৈ পড়ে গেল। কে এই আর্টিকেল লেখক ? চিঠি আসতে শুরু করল। তারপরেও কি ঐ মহাপন্ডিতদের আক্কেল হল ? না, মোটেও না। কে শুনে কার কথা ! এর নাম বাংলাদেশ ! দেশটি ঠিকই সুন্দর; কিন্তু এর পরিচালকরা ? এই প্রশ্নের সুষ্ঠু জবাব পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিলাম। প্রায়শই তৌহিদ পত্রিকায় আর্টিক্যাল লিখে মোটামুটি একটা সম্মানী পেয়ে থাকে। শুধু সম্মানী-ই নয়, সম্মানও বটে। ওর এই অনুভূতিটা মহাকবি Lord Byron -এর ভাষায় বলা যায় -------

’T is sweet to win, no matter how, one's laurels by blood or ink. ” অর্থাৎ রক্তের বিনিময়েই হোক আর কালির বদৌলতেই হোক, সম্মান অর্জন করা বড় মধুর।”

(আঠার)

তৌহিদ ওর ভাগ্যোন্নয়নের উদ্দেশে বেশ কিছু দিনের জন্যে চলে যাবে শহরে। এটা ও ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলে। ত্রপাকে যে তার পরিকল্পনার কথা জানাতে হয়। তাই ওর সাথে দেখা না করে ফোন করল। ফোন ধরে ত্রপা নিজেই।

- " হ্যালো, কে বলছেন?"
- " হ্যালো, আমি৩৬তৌহিদ বলছি।"
- "ওহ্ তুমি ! খবর কী ?"
- " খবর ভালো না। শহরে যাচ্ছি। দেখি গিয়ে কোনো বিদেশী ফার্মে একটা চাকুরী জোটাতে পারি কিনা। আছ ভালোই ?"
- "হ্যা, আছি ।"
- "তুমি কোনো চিন্তা করোনা, ত্রপা। By God! I must overcome, my darling."
- তারপর তোমাকে বিয়ে করব--- !

তোমার জন্যেই আমার শহরে হন্যে হয়ে ঘুরা। Don't worry, my sweet! রাখি তাহলে ? পরে কথা হবে।"

"Okay, darling !" এই কথা বলে টেলিফোনের রিসিভারটার ওপর ত্রপা আলতোভাবে একটি চুমু খেলো।

তুমি কি আমায় ......?

ওদিকে Cross-connection- এ ত্রপার বাবা ছটকু সাহেব সব শুনে ফেলেছেন। "খাইছে আমারে। সব ত শেষ করে দিবো ঐ মাষ্টারের বাচ্চা মাষ্টারে ! আগে জানলে ওর সঙ্গে মিশতেই দিতাম না এবং পড়তেও দিতাম না। মেয়ে আমার শেষ ! সব গুঁড়েবালি ! মেয়েকে ঐ হারামজাদা পটিয়ে মাথা খেয়েছে!" এসব বলে সে ততক্ষণাৎ তার প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়ীতে চলে এলো।

(ঊনিশ)

কলিংবেল টেপতেই ত্রপা দরজা খুলে দিল। "কীব্যাপার ?" আব্বু, তুমি চলে এলে যে! তুমি না চট্রগ্রাম যাবে?" মেয়ের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বিষণ্ন বদনে তার স্ত্রীর কাছে চলে গেল। " এখন কী হবে ? আমার এখন কী হবে?" "তুমি এমন করছ কেন? বলি, কী হয়েছে তোমার?" "কী হয়েছে ? মানে তোমার ঐ দুলালী -

-ত্রপা আমাগো শেষ কইর্‌যা দিছে?"

" আরে, বুঝিয়ে বলো না। তোমার কথার মাথা-মন্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনা।"

" ওই যে তৌহিদ !"

- "হ্যা, তৌহিদ।"

- "ঐ ব্যাটার লগে -----।"

- "লগে কী ?"

- " ত্রপা প্রেম করে, ভালবাসে........। আবার বিয়্যাও করব !"

- "তুমি জানলে কী করে ?"]

- "……….. টেলিফোনের ঐ Cross-connection -এ ।"

-"সর্বনাশ! আগে জানাতে ভালোই হয়েছে। এ ব্যাপারে তুমি একদম চুপ। দ্যাখো, আমি কী করি। এতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙ্গবেনা। একেই বলে বুদ্ধি ! এ ব্যাপারে তোমার মাথা গরম করার কোনো প্রয়োজন নেই। যা করার আমি করব। দ্যাখো না, কী করি !"

ত্রপার মা জানতেন এব্যাপারে হৈচৈ করলে তাদের জন্যে অশুভ হবে বৈকি। কোনো কৌশলই খাটানো যাবেনা যে! শেষে একুলও শেষ, ওকুলও শেষ। মাঝখানে আশা না পূরনের মানসিক যন্ত্রনা। মহিলা বড়ই সেয়ানা। মিল্কি পরিবারে মেয়ে!

(বিশ)

ওদিকে তৌহিদ ঢাকায় ওর পরিচিত একভদ্র লোকের বাসায় ওঠে এবং পাশাপাশি হন্যে হয়ে চাকুরী খুঁজে। একদিন,

দুইদিন----------- এমনিকরে ষাটদিন অর্থাৎ দুই মাস হয়ে গেল। এরইমধ্যে ও একটা মোটা অংকের টিউশানিও পায়। ব্যাংকের এক ম্যানেজারের ছেলেকে ও পড়াচ্ছে। ঢাকায় এখন ও খুব সাবধানের সাথে চলাফেরা করে। সাবধানের মার নেই। কেননা, ওর ত পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। রমনা পার্কের সেই সিনক্রিয়েট অবস্থা!

তৌহিদও জানলনা যে, ত্রপার বাবা-মা ওদের কথা জেনে ফেলেছে। যদি ও জানত তা'হলে ওর মাথায় নতুন শিরঃপীড়ার উন্মেষ ঘটত। আর ওদিকে ত্রপার বাবা-মাও বসে নেই। গোপনে গোপনে একাধিক ঘটক লাগিয়ে মেয়েকে স্ট্যাটাসের খাপে খাপেই পাত্রস্থ করার জন্যে ওঠেপড়ে লাগেন। যেন কোনো মহা বীরের তরবারীর খাপে ! তারা চান মেয়ে সুখী হোক। আর সুখীহতে হলে তাদের মতে, যে সব জিনিস প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে - 'অর্থ-বাড়ী-গাড়ি......স্ট্যাটাস!' কেননা, তারা আজ অঢেল অর্থের মালিক। সামান্য মুদিওয়ালা থেকে শিল্পপতি ! ভুলে গেছেন তারা অতীতের কথা। অতীত প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে "শিক্ষা স্বরূপ"। এ থেকেই শিক্ষা নিতে হয়। তারা চান তাদের বর্তমান স্ট্যাটাস বজিয়ে চলতে। তবে অধুনায় দেখা গেছে যে, এই সব স্ট্যাটাসধারী ভদ্রলোকদের হিরের টুকরো

ছেলে-মেয়েরা "অর্থই অনর্থের মূল" কিংবা "সামাজিক সঙ্গদোষে" কিংবা "পিতামাতার পঙ্কিলতার ফলস্বরূপ" নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। দেশটা আজ ছেয়ে গেছে --- ড্রাগ অ্যাডিকটেটদের কায়কারবারে ! দেশের চারিদিকে রমরমা ব্যবসা। ফ্যান্সি! ডাইল ! হিরোইন! ইত্যাদি।

(একুশ)

ওদিকে তৌহিদ ঢাকায় চলে যাওয়াতে বন্ধু শাহেদ আনান হয়ে গেল........ নিঃসঙ্গ। বেশীর ভাগ সময়ই সে ওর সাথে কাটাত। তৌহিদের মতো এমন ভালো বন্ধুর সাহচর্য এখন থেকে সে বুঝি হারাল। সবার সাথে ত মনের কথা বলা যায় না। সবাই ত বন্ধুর মতো বন্ধু হতে পারে না। কথায় বলে না, "A friend in need is a friend indeed." - বিপদেই বন্ধুর পরিচয়। তৌহিদ-ই তার সেই ছোটবেলার বন্ধু। ওরা একসাথে সেই প্রাইমারী লেভেল থেকে ডিগ্রী লেভেল পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। কত্ত বছর ওরা এক সাথে কাটিয়েছে ! তৌহিদ আর ত্রপার কথা শাহেদ আনান জানত। তবে সে এব্যাপারে কাউকেই কোনো দিন কিছু বলেনি। উভয়ে উভয়ের আভ্যন্তর ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক। কেউ কারো ব্যাপারে তৃতীয় জনের কানে পর্যন্ত পৌঁছুতে দেয়নি। কারণ ওরা জানে এসমাজের মানুষদের ! তাছাড়া, গ্রামের পরিবেশ

ত আরো ভয়াণক ! এক কান থেকে সব কান ! শুধু পরচর্চা, পরচর্চা..... ! কে কোথায় কী করল ! গ্রামে এক শ্রেণীর লোক-ই আছে এগুলোই নিয়ে থাকে যেন এটা তাদের পেশা হয়ে গেছে ! চায়ের দোকানেও ঐ একই গল্প। বাড়ীর উঠোনে কিংবা ঘরের পিড়েয় মহিলাদের মুখে ঐ একই পরচর্চা-গল্প। "...... ওদো, অমুকের মাইয়্যায়, ... অমুকের পোলায়................................ ! " এসব ইত্যাদি।

- গ্রামে এটা-ই সবচেয়ে বাজে দিক।

(বাইশ)

শাহেদ আনানের জীবনাকাশে বহু রংবেরঙ্গের প্রজাপতি এসেছিল তাকে ভালবাসার গানশোনাতে; কিন্তু তা' শুনতে নারাজ ছিল সে। আর নারাজ ছিল সে একারণেই যে, তার সৎমায়ের আচার-আচরণ তাকে অতীষ্ঠ করে তুলেছিল। মা মারা যায় সেই ছোট্ট বয়সেই। মনে নেই তার সেই মায়ের কথা ! নানা-নানী-ই তাকে শৈশব থেকে কৈশোরে এনে দিয়েছে। সত্যি বলতে কী, সৎ মাকেই সে মা জানে। অথচ এই মা-ই কিনা জো পেলেই অপমান-অপদস্থ করতে বাকী রাখে না তাকে। সামান্য একটা তুচ্ছ বিষয়েও তাকে কত মার খেতে হয়েছে এই সৎমায়ের হাতে। তাছাড়া, তার সৎমায়ের আরেকটা বদ খাছেলত ও রয়েছে।

.... পরকীয়া প্রেম ! পরপুরুষগামিনী। কত দিন সে ধরা পড়েছে আনানের চোখে........। লজ্জায় আনান একথা কাউকে বলেনি। নিজ বাপের ইজ্জত যাবে বলে। কথায় বলে - "The murder will be out." - সত্য কোনো দিন চাপা থাকে না। আনান তার সৎমায়ের এহেন কৃর্তিকলাপের সাক্ষী বিধায় সে তাকে উল্টো মানসিক চাপের মুখে রাখত যাতে সে মুখ খুলতে সাহস না পায়। অথচ, আনান একজন পূর্ণ যুবক! তাছাড়া, আনানের বাবাও ঐ অসৎ নারীর কথায় হরদম ওঠ-বস করে। কী যে জাদু করেছে তাকে ! এই জাদু মায়ার জাদু না শাসনের জাদু.......? এসব কারণেই আনান কোনো নারীকেই পছন্দ করত না এবং করেও না। সবসময় নারীদের প্রতি তার একটা বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব। যেন তার অন্তরে ইটালীর ভিসুভিয়াস ..! সারাক্ষণই তাতে ক্ষোভের অগ্ন্যুৎপাত! ত্রপা ও তৌহিদের ভালবাসার মাঝেও সে এক সময় দেয়াল হয়ে ছিল। এবং তৌহিদকে বলেও ছিল- "ত্রপা ধনীর দুলালী। ওর সাথে তেলে-জলে মিশাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না তোর। ও এখন তোর প্রেমে অন্ধ, আবেগেও আপ্লুত। তাই ও তোকে deeply ভালবাসে। এইত! এক সময়ে দেখবি ও আকাশের মেঘমালার মতো করে উধাও হয়ে গিয়েছে দূরে কোথাও

তুমি কি আমায় ......?

.........! তখন দৃষ্টিশক্তিতে কুলোবেনা ওকে দেখার! আমি নারী জাতকে বিশ্বাস করি না। Woman .... one of nauture's agreeable blunders." - নারী প্রকৃতির মনোজ্ঞ মহাভুলের অন্যতম।

আনানের এক কথা শুনে তৌহিদ ওর বাস্তববাদী বন্ধুটিকে জানায় - " বন্ধু, তোমার একথা আমি মানি। তার পরও তোমাকে বলি- ".........Whatever a woman may be, even after that, we were all in her womb. নারী যা-ই হোক না কেন, তারপরেও তো আমরা সকলে তার জড়ায়ুতে ছিলাম। এটা ত অস্বীকার করতে পারনা, বন্ধু।"

"বুঝেছি বন্ধু। বুঝেছি তোমার সাথে পারা যাবে না। তুমি আছো এখন মহা আবেগে। যাও, চালিয়ে যাও। দ্যাখো, কী হয়। তবে মনে রেখো- Woman is a calamity." - নারী কিন্তু দুর্যোগ..!

(তেইশ)

ইতিমধ্যে ত্রপার বিয়ের সানাইও বাজতে শুরু করেছে। যেন নিভৃতে বসন্তের আগমন ! সে বার্তা জেনে ফেলে ও। আজ বিকেলে ঢাকার মিরপুর থেকে ছেলেসহ ছেলে পক্ষ আসবে ওকে দেখতে। পছন্দ হলেই কিস্তিমাত!

এনগেজমেন্ট! শহরের বেশীর ভাগ বরপক্ষই আজ কাল তাদের বরের জন্যে পাত্রী নির্বাচন করেন গ্রামে কিংবা মফস্বলে। আর করবেন না কেন ! তার ও উত্তর-দক্ষিণ কারণ রয়েছে.....! (এক) বরের যদি স্বভাব-চরিত্রে কোনো চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি থেকে থাকে....! (দুই) শহরের বালাদের অধিকাংশ-ই পার্ক কিংবা হোটেলের রাতের নার্স..... মক্ষীরাণী ! চেহারা দেখে ত চেনা যায় না ! কে ভালো ? কে মন্দ ? পোষাকে-আষাকে বেশ আরম্বর পূর্ণ.....! চেহারায় থাকে গাঢ় ফাউন্ডেশন...! গ্রামের মেয়েরা কিন্তু এই ভয়াণক অগ্রগতি থেকে পিছিয়ে....! এ কারণেই গ্রামের মেয়েদের রয়েছে একটু ডিমান্ড শহরের অভিভাবকদের কাছে! তাই তারা ঘটকের মাধ্যমে মুন্সীগঞ্জের মেয়ে ত্রপার সন্ধান মিলিয়েছে। তাদের মধ্যে এটা ওপেন সিক্রেট যে, তাদের বরেরও রয়েছে আলুর দোষ....! এ বার্তা গ্রামের লোকারা জানেনা এবং জানার সুযোগও যে নেই! বিয়ের ব্যাপারে হুট করে এক স্থানের খবর আরেক স্থানের জানার কথাও নয়। যেন ঘোলাটে পানিতে মাছ শিকার করবার মতো অনেকটা ! এ জন্যেই বরপক্ষ কাল বিলম্ব না করে বিয়ের কাজটা দ্রুত সেরে ফেলতে চান। ত্রপা কি আর স্থির থাকে! কিছুই ভালো লাগেছেনা। তৌহিদ কেন যে গেল? কী করব আমি?

ইত্যাদি। তিনমাস হয়ে গেল। কোনো যোগাযোগ নেই। ও আছে কোথায় ? কী করছে ? এসব চিন্তাভাবনা ত্রপার মাথায় আকাশের ঘনকালো মেঘমালার মতো ভার হয়ে আছে।

(চুব্বিশ)

বিকেল সাড়ে চারটায় এল ত্রপাকে দেখতে ছেলেপক্ষ। 'সামলা কুটিরে' ভীষণ হৈচৈ! যেন আনন্দের বন্যা বয়ে চলছে। বলেছিনা পছন্দ হলে কিস্তিমাত! বিয়ের দিন ধার্য করা হয় আগামী মাসের দুই তারিখে রোজ শুক্রবার। পারলে উভয় পক্ষই আজই সেরে ফেলতে চায় বিয়ের যত অ্যাকটিভিটিজ ! কিন্তু তা' কী করে হয় ? তাদের যে স্ট্যাটাস আছে! ঘটাকরে লোকদের ইনভাইট দিতে হবে না! এভাবে বিয়ে হলে মানুষ কী বলবে। প্রেসটিজ একেবারে হ্যামপার হয়ে যাবে যে! ত্রপার হবু বর উত্তরাধিকার সূত্রে একজন 'বিজনেস ম্যাগনেট।' কত রকমের ব্যবসা তার! এসব শুনেই মিষ্টার ছটকু মিয়া আর তার স্ত্রী মিসেস ছটকু বেগম উন্মাদ প্রায়। কতক্ষণে মেয়েকে ও বাড়ীতে ঠেলে পাঠানো যায়! "স্ট্যাটাস-লোভ" অনেক সময় বড়ো বিপদ ডেকে আনে। এর নজির অ-নে-ক। তৌহিদের ওপর ত্রপারও ভীষণ রাগ! এত দিন হলো। কোনো যোগাযোগ নেই। প্রচন্ড ক্রোধে ও

বিয়েতে এক পর্যায়ে রাজী হয়ে যায়। তাছাড়া, এব্যাপারে পরিবারের একটা বাড়তি চাপ ত রয়েছে ওর ওপর। বিয়ে ওকে ঐ ম্যাগনেট ফিরোজকেই করতে হবে। ত্রপার প্রফেসর মা ওকে সকাল-বিকাল দু'বেলাই সেই একই লেক্চার শোনায়- "বলি, এমন ভাগ্য ক'জনার হয় ? সু-কপাল নিয়ে জন্মেছিস। ফিরোজ হ'বে তোর ....Husband ! রাজত্বই তোর। তোর এখানেও সুখ। ওখানেও সুখ। কী ভাগ্য তোর, লক্ষী মা আমার!"

(পঁচিশ)

ইতিমধ্যে তৌহিদ পর পর দু'টি উপন্যাস লিখে ফেলে। পরাবাস্তব উপন্যাস। এবং উপন্যাস দু'টির সফল ইংরেজি অনুবাদও করা হয়। তবে এই অনুবাদ ও নিজেই করে। ওর উপন্যাস দু'টির একটির বিষয়-বস্তু ছিল- "বর্তমান বিশ্বের মানুষ ও তাদের জীবনচিত্র" আর অপরটি --- "আগামী শতাব্দী"। ঐ ভদ্রলোকের সহায়তায় (অর্থাৎ ঢাকায় যার বাসায় তৌহিদ ওঠে।) ও ব্রিটিশ কাউন্সিলে উপন্যাস দু'টির অনুবাদ কপি জমা দেয়। তখন ইংল্যান্ডে চল্‌ছিল তিন মাস ব্যপি Book Festival- মানে গ্রন্থ-উৎসব। বিশ্বের নামী-দামী লেখকদের জমায়েত সেখানে ! ব্রিটিশ কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষ কপি দু'টি পড়ে ত অবাক! চমৎকার লিখেছে।

তুমি কি আমায় ......?

Wonderful ! তারা দ্রুত ব্যবস্থা নেয় বই আকারে প্রকাশের জন্যে। এবং তারা তৌহিদকে কনগ্রেচুলেশন জানিয়ে আশ্বাস দেয়, প্রকাশের ব্যবস্থা নিচেছ তারা। ভালো লেগেছে তাদের।

(ছাব্বিশ)

পাঁচমাস হয়ে গেল। আজ বন্দের দিন। এখন বাড়ী যাওয়া যাক। বুকে জমেছে ওর এন্টার্টিকা মহাদেশের বরফের মতো তীব্র আশা, চোখে সফলময় স্বপ্ন আর ভাবনায় প্রেয়সী ত্রপাকে পাওয়া। যথারীতি দুইতারিখে ত্রপার বিয়ে হয়ে গেল। ত্রপা এখন ফিরোজের স্ত্রী ! ফিরোজ ত্রপাকে বিয়ের পর থেকে অধ্যাবধি কোনো সুখ দিতে পারেনি, পারেনি 'mental peace' দিতে। আর দিবেওবা কোত্থেকে সে! ধন্যাঢ্য পরিবারের ধনাঢ্য ছেলে! ত্রপার মতো এমন বহু ফুলের মধু খেয়েছে সে বিয়ের আগেই ! এখনো তার সেই অভ্যেস রয়ে গেছে। একজন স্বামীর কাছে একজন স্ত্রীর সুখ প্রাপ্তি বলতে শুধু যৌন বিষয়টাই মুখ্য নয়, মনেরও যে মেলবন্ধন থাকতে হয়। ত্রপামনি সেই থেকে Quite deprived ....! অর্থাৎ একেবারে বঞ্চিত। তাছাড়া, সমাজের উপরওয়ালাদের ত আরেকটি নিত্যদিনকার 'Cogent habit' রয়েছে-অতিমাত্রায় ড্রিংকরা। সত্যি

বলতে কী, ত্রপার স্বামী ফিরোজ একজন "Always drinker। সারাদিন পার্টি আর পার্টি! কখনো শেরাটন, কখনো সোনারগাঁও। তার মদ্যপানটা মাত্রারিক্ত। আর অর্থের বিনিময়ে একছেএক নারী দেহ ভোগ। নবোঢ়া ত্রপাকে সে একটু সময় দিতেও চাহেনা। কিংবা সে সেইসময়টুকু পায়ওনা। গুলসানে বিরাট আলীসান বাড়ী। বাড়ীতে তেমন কেউ নেই দু'চারজন চাকর-বাকর ছাড়া। বাড়ীর অন্যরা ক্লাব-পার্টি এসব নিয়েই বেশি ব্যস্ত। এখন ত্রপা পড়েছে বিপাকে। বিয়ের পর থেকেই ত্রপার মনে কোনো শান্তি নেই। বাসর রাতেই ফিরোজ ফাইল খেয়ে ভীম হয়ে তার কৃতকুকীর্তির কথা শোনায় খাটের কোণে জড়োসড়োহয়ে বসেথাকা হলদে পাখী ত্রপাকে। এ যাবৎ সে কত নারীর সাথে রাত কাটিয়েছে ! মধুমিলন করেছে! আর এই মুহূর্তে এই বাসরে ত্রপা তাকে ওদের মতো কতটুকুইবা তৃপ্তি দিতে পারবে। "টাকা আছে বলেইত তোমার মতো এমন কত মেয়ে পাই!" এই- সেই ইত্যাদি। সত্যি বলতে কী, ফিরোজ এমনিতেই একজন বিকৃতি রুচির সাধক! বিয়ের বহু পূর্বকাল থেকেই সে এধরনের রুচির সাধন করে আসছে।

নব্য স্বামীর এহেন আচরণে ত্রপা ভেতরে ভেতরে কী যে কষ্ট পেয়েছে তা', আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পবিত্র

তুমি কি আমায় ......?

বাইবেল বলেছে, "Husbands, love your wives, and be not bitter against them." অর্থাৎ "হে স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ভালবাস। কখনো তাদের সাথে তিক্ত আরচণ করোনা।" প্রথমদিনেই যখন স্বামীর এ অবস্থা ! এ আচরণ! এবং অন্য নারীতে আসক্তি । এখানে ত্রপা যেন শরৎচন্দ্রের সেই বিলাসী- ফুলদানীতে রাখা বাসি ফুলের মতো। ও বুঝে ফেলেছে ফিরোজের কাছ থেকে ও প্রকৃত ভালবাসা কখনো পাবে না। এ মা-বাবা-ই তার জীবনটা দিয়েছে শেষ করে! অপরদিকে, ফিরোজও তার সেই আনুগত্য পাবেনা। এ প্রসঙ্গে Bacon-এর সেইকথাটি মনে পড়ে গেল-

" স্ত্রী যদি নিজ স্বামীকে অন্য নারীতে আসক্ত মনে করেন তাহ'লে স্ত্রীর জন্যে সেই আনুগত্য কখনো সম্ভব হয় না।"

(সাতাইশ)

তৌহিদ দীর্ঘ পাঁচ মাস পর বাড়ী ফিরেছে। বাড়ীর সবাইকে কুশালাদি জিজ্ঞেস করছে। কে কেমন আছে? কী করছে? ইত্যাদি। এই পাঁচ মাসে ভাগ্নী নিতুর কথাও ওর বারবার মনে পড়েছিল; কিন্তু ওর জেদ একটা ব্যবস্থা না করে ও গ্রামে ফিরবে না। ওর মনে একটা কথাই, সর্বক্ষণ টেপ রেকর্ডের ক্যাসেটের মতো বাজত -

" যদিও পড়ে কহর, ছাড়িওনা শহর ।"

মনে ওর আজ আশার বীজ উপ্ত হয়েছে। সেকথা ও এখন জানাবে ত্রপাকে। ফোন করল। ক্রিং ক্রিং হচ্ছে না। ওদের টেলিফোন সেটটা date হয়ে আছে। ভাবল তৌহিদ। তাছাড়া, ঢাকায় থাকাবস্থায়ও ও কয়েকবার ফোনকরে ত্রপাদের নাম্বারে; কিন্তু ও ফোন Response-ই পায়নি। ফলে, রাগে আর ফোন করেনি। ও Response পাবে কোত্থেকে ? ঐ সময় এলাকায় চলছিল 'Digital' সংযোগ স্থাপনের কাজ। এলাকার বেশির ভাগ টেলিফোন লাইনই কাটা ছিল। ত্রপাদেরটাও বাদ যায়নি।

(আটাশ)

সন্ধ্যারদিকে তৌহিদ ত্রপাদের বাসায় যায়। কলিংবেল টেপতেই হাজির হল ঝিনুক। খুলে দিল দরজা। বলল, "ড্রইং রুমে গিয়ে বসুন। আমি তাদের কাউরে ডাইক্যা দিচ্ছি।" এইকথা বলে দ্রুত চলে গেল ঝিনুক। তৌহিদ ভেতরে গিয়ে বসল। ওদিকে কলিংবেলের শব্দ শুনে ত্রপার মা ঝিনুককে জিজ্ঞেস করলেন -

" কে রে ? কে এসেছে ?"

- "নানী, ওইযে তৌহিদ মামা!" কিছুটা সবিস্ময়ে বললেন ত্রপার মা।

- "তৌহিদ!"
- " ঠিক আছে । বসতে বলেছিস ত ? "
- "হ্যাঁ, বলেছি ।"
- "যা, কিচিন রুমে কাজ করগে।"
- "আচ্ছা, যাচ্ছি।"
- ঝিনুক কিচিনরুমে চলে গেল।

আর ত্রপার মা তৌহিদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বাড়ীর কর্তা ছটকু সাহেবের গৃহে প্রত্যাবর্তন। দরজা খুলে দিলেন বাড়ীর বেগম। "এই তুমি যখন এসেছ, ভালোই করেছ।"

- " কী ব্যাপার ? কিছু হয়েছে নাকি?"
- " আরে, কাছে এসো" একথা বলে এপার মা তার স্বামীকে কানে কানে বললেন- তৌহিদের আগমনের কথা।
- শুনে ত তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠলেন শিল্পপতি ছটকু সাহেব।
- "কী ! ও আবার এসেছে !"
- "এই চুপ ! চুপ !" ত্রপার মা তার স্বামীর ঠোঁটে হাত দিয়ে চেপে ধরেন।

- “ লক্ষীটি, মাথা গরম করো না । ওকে যা বলার আমি-ই বলব । মেয়ে যে আমাদের!”
- “ না, তোমার বলার দরকার নেই । আমিই বলব ঐ হারামজাদারে!”
- এই কথা বলেই ত্রপার বাবা ড্রইংরুমে তেড়ে গেলেন ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ।
- “ আবার এসেছিস তুই ? বল, আর কী চাস ?”
- হবু শ্বশুরের মুখে একথা শুনে তৌহিদ পারলে ত মাটি ভেদকরে ভেতরে ঢুকে যায় ।
- “ কী বলছেন উনি ? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনা ।” মনে মনে তৌহিদ বলছে ।
- তৌহিদকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়েই তিনি যাচ্ছে-তাই অপমান করতে লাগলেন ।
- “অসভ্য কোথাকার! ফকিরের বাচ্চা ফকির! সাহস কত্ত বড়! বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছিস । বলি, তোরে এই সাহস দিল কে? কোনো দিন ফের যদি শুনি তুই ওর পিছু লেগেছিস, মনে রাখিস, তোরে দুনিয়া থেকে

বিদায় করে দিমু । I say get out! Get out! ছোটলোকের বাচ্চা ছোটলোক !”

- তৌহিদ তার প্রশ্নের এবং অপমাবোধের জবাব দিতে পারত; কিন্তু ত্রপার কথা ভেবে নীরবে সব সহ্য করে গেল । কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধৈর্য্যধারণ মধুর । মনে পড়ল রুডিয়ার্ড কিপলিং এর কথা-
- “Heaven grant us patience with a man in love."
- বাইরে চলে এল তৌহিদ ‘সালমা কুটির’ থেকে । সমস্ত আকাশটাই যেন ওর মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়েছে!
- “একী বললেন উনি!”

(ঊনত্রিশ)

একটা রিক্সা ডেকে কোনো রকমে ও বাড়ী ফিরল । বাড়ী ফিরে ও কারো সাথে কোনো কথা বলল না । সোজা বেড রুমে চলে গেল ও । বৈদ্যুতিক পাখাটা ফুল পাওয়ারে ছেড়ে সটান হ’য়ে পড়ল । পাখার ঘুর্ণনমান পাতার সাথে সাথে ওর মাথাটাও যেন ঘুরছে তীব্র বেগে । মাথায় ওর কিচ্ছু ঢুকছেনা । তাকে এতটা নফরত! এতটা নেগলেন্সি! সারা রাতটা এভাবেই কাটল ওর । উত্তরের মেঘ দূর হয়ে গেল

যেন! পরের দিন সকালে খবর এলো। তাকে আর্জেন্ট যেতে হবে ব্রিটিশ কাউন্সিলে। ওর বই দু'টো প্রকাশ করা হয়েছে। এবং যথারীতি ইতিমধ্যে লন্ডনের গ্রন্থ মেলায় পাঠানো হয়েছে। সেখানকার পাঠকমহল ও বিচারকমন্ডলী দৃষ্টি কেড়েছে। কে এই যুবক? তাকে স্বচক্ষে এক নজর দেখার জন্যে সবাই পাগল প্রায়। এসব শুনেই তৌহিদের অপমানবোধের অমাবস্যাটা কেটে গেল। এলো নতুন পূর্ণিমা! তারপরেও অন্তরে "ত্রপা, ত্রপা" সেই একই নীরব সুর। আসলে প্রথম জীবনের ভালবাসা ভুলবার নয়। হৃদয়ে যে দাগ কাটে ! জীবনের প্রতিটি মূহুর্তেই তা' বারবার হাতছানি দিবেই। স্মৃতির সেলুলয়েড ফিতে থেকে স্মরণ হতে থাকবে তা'। একদিকে ওর জীবনের প্রতিষ্ঠা! অপরদিকে, ভালবাসার প্রতিষ্ঠা! Love and war are the same thing -এই ক্ষেত্রেও তাই।

বিনে খরচে তৌহিদ স-সম্মানে লন্ডনে গিয়ে পৌঁছুল। সেখানে ওর স্বর্ণ পদক লাভ আর সেই সাথে বিরাট সম্বর্ধনা! সুন্দর স্টেজ। চারিদিকে মানুষ আর মানুষ! সবাই আশান্বিত তাদের প্রিয় লেখক ভাষণ দিবেন। তারপর ডায়াসের সামনে দাঁড়িয়ে ওকে বক্তব্য দিতে হলো। উপস্থিত ভক্তদের একেকজন একেক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল ওকে। কেউ

কেউ ওর এই গ্রন্থ দু'টি লেখার পেছনের প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনার কথা জানতে চাইল। "এমন কেউ কি আছে যার কথা তার এই মুহূর্তে মনে পড়ে ?" বক্তব্যকালে তৌহিদ ওর ভক্তদেরকে জানাল। একজন নারী-ই সে ক্ষমতা রাখে। হয় নরকে ডুবাতে, নয়তো ভাসাতে।

আমার জীবনেও তাই ঘটেছে। তো, এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে মনে পড়ছে আমি যাকে ভালবাসি ওর কথা। নাম - "ত্রপা"। এই বলে কৃতজ্ঞ ও ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করল তৌহিদ। শেষে লন্ডনবাসীর অকৃত্রিম ভালবাসা ওকে আঁকড়ে ধরল এবং ও সিদ্ধান্ত নিল.... নতুন করে এখানেই ও বসতি স্থাপন করবে। তারপর ত্রপার সাথে যেমন করে হোক, যোগাযোগের একটা সেতু গড়ে তুলবে।

(একত্রিশ)

ওদিকে, ত্রপার বিত্তবান স্বামী ফিরোজের শাররীক অবস্থা বেশ আশংকাজনক ! মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। দু'টো কিডনির একটি পুরোপুরি Damage। অপরটি ৯০% ....! কোমড়ের জোর আছে বলেই চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সিংগাপুর থেকে লন্ডনের ইম্পেরিয়াল হাসপাতালে। "মরিতে চাইনা আমি এই সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।" বলুন কে মরতে চায় ? কে এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে

যেতে চায়? যারা আত্মহত্যা করে তাদের কথা ভিন্ন। তারা মানুষ না, তারা কী বুঝতেই ত পারছেন ? তা' আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভর্তি করা হলো ফিরোজকে সেই ইমপেরিয়াল হাসপাতালে। মাসেক হয়ে গেলো। তার চিকিৎসার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। কথায় বলে, পাপ তার বাপেরেও ছাড়েনা। সবাই হয়ত বলবেন এ সময়ে ধর্ম দেখাতে হয় না। কথাটা ঠিক। তারপরেও মনকে ত আর মানানো যায় না। যাগ্গে, সে সব কথা। সাথে ত্রপাও লন্ডনে গিয়েছে। প্লেনে বসেও ত্রপা দুঃচিন্তা করছিল তৌহিদকে না পেয়ে তার জীবন বৃক্ষের মুকুলটি পুষ্পিত হওয়ার আগে অভিশাপের শৈত্য প্রবাহে ঝড়ে পড়ল বুঝি(?)। এটাই কি ছিল তার পাওনা .....? তার জীবন নাটকের শেষ পর্ব কি এখানে-ই............. ? মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক ! এটাই প্রকৃতির অমোঘ বিধান!

(বত্রিশ)

জুন মাসের পনের তারিখ। বিকেল চারটা।এ সময় হঠাৎ তৌহিদকেও সেই একই হাসপাতালে ছুটতে হয়েছে। কারণ ওর এক বন্ধু মিঃ বাটলারকেও সেখানে ভর্তি করা হয়েছে। আজ সকালে সে এক মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় পতিত হয়েছে।

এসময়ে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের জরুরী বিভাগে ফিরোজের অপারেশন চল্‌ছিল !

আর অপারেশন থিয়েটারের বাইরে বেলকনিতে একা দাঁড়িয়ে চিন্তাক্লিষ্ট ত্রপা। কী জানি হয় ? স্বামীর ভালবাসা সে না পেয়েছে। হাজার হোক, সে তার স্বামী। ..... সমাজে এটাই তার পরিচয়।

হাসপাতালের বেলকনিতে পা রাখতেই দূর থেকে তৌহিদের দৃষ্টি যায় ঐ নি:সঙ্গ মেয়েটির দিকে।আরে, ত্রপা না? আবার ও সন্দেহের দোলেও দোল খায় - ত্রপা হবে কেন? ও এখানে আসবেই বা কেন? এই ভাবতে ভাবতে সে তার দিকে এগিয়ে যেতেই দ্বিতীয় বার আবিষ্কার করে- ঐ নিঃসঙ্গ মেয়েটি তারই ত্রপা। তৌহিদ বলে ওঠে, "তুমি এখানে!"

"তার আগে বল, তুমি কেন এখানে?"

ত্রপার এই প্রশ্নের জবাব তৌহিদ না দিতেই ও ফের উত্তজিত হয়ে বলে ওঠে -

"ওহ্ বুঝেছি! কোনো বড় লোকের মেয়েকে পটিয়ে আজ তুমি এখানে, এইত!"

- "ত্রপা, শোন! মানে, ইয়ে।"

-“ কোনো ইয়ে নয়। তুমি একটা প্রতারক। প্রেমের ইতিহাসেএক কলংক..!”

(উল্লেখ্য, তৌহিদ যে ত্রপাদের বাসায় গিয়েছিল, সে কথা ত্রপাকে কেহ-ই জানায়নি। আর ত্রপার বিয়ের কথা শাহেদ আনান ও জানেনি। কারণ সেসময় সে নানা বাড়ী- চট্টগ্রামে ছিল দীর্ঘ পাঁচ মাসের মতো)

“কলংক!” তৌহিদ সবিস্ময়ে বলে ওঠে।

-“হ্যাঁ, হ্যাঁ... কলংক ! তা নয়তো কি? একবার খোঁজ নিয়ে দেখেছ ? ত্রপা আছে না মরে গেছে?”

তৌহিদ নিশ্চুপ। ত্রপাও নিশ্চুপ। কিছুক্ষণ পর তৌহিদ ত্রপার দিকে অশ্রু চোখে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে ওঠল -

“ত্রপা, এখনো তুমি কি আমায় ----------?”

তৌহিদের এই আবেগঘন প্রশ্নের জবাবে যেন Elizabeth Barret Browning এর মতো ত্রপা বলে উঠে --

"How do I love thee ?
Let me count the ways.
I love thee-
To the depth and breadth and height.”

তুমি কি আমায় ......?

এ সময়ে ভেতর থেকে দুঃসংবাদ এলো। Dr. Kall Beane বিষণ্ন বদনে বলে ওঠলেন-

" I'm greatly sad -------------. Mrs. Firoz! He's no more!"

“ফিরোজ নেই” একথা শুনামাত্রই ত্রপা মাথাঘুরে মেঝেতে লু’টে পড়ল। Senseless হয়ে গেল ও !

অপরদিকে , “Mrs. Firoz” শুনতেই তৌহিদেরও মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। থ হয়ে গেল ও কিছুক্ষণের জন্যে....!

“-------- মজেছি প্রেমে, বেসেছি ভাল, চেয়েছিনু-
তোমায় প্রিয়ে !
বিধাতা! এ-কী কান্ড হ'লো -
আমায় নিয়ে!”

(তেত্রিশ)

Dr. Kall Beane-সহ ত্রপার দেবর-সেন্টু এসে ওকে ধরাধরি করে Emergency room-এ নিয়ে গেলেন Sense ফিরিয়ে আনার জন্যে .....। এদিকে, তৌহিদ কয়েক মিনিট স্থবির অবস্থায় আফসোস্ প্রকাশ করে-

“হায় ! এ-কি হ’লো.....! কবে হলো ওর বিয়ে....! কেমন করে .....? আমি জানলাম না.....!” তৌহিদ কিছুতেই

এ-টা মেনে নিতে পারছে না। কারণ, ত্রপ ওর জন্যে যতটা পাগল ছিল তা'তে ওর এই ধ্রুব ধারণা হয় যে, ত্রপা আমারই......... সবসময়ে....... আজীবন....! অ-নে-ক প্রতীক্ষার কাঙ্খিত বাসরে ত্রপা হবে আমার! একান্তই আমার......! সে কাজে কেউ হবে না আমার অংশীদার ! দুঃচিন্তা মুক্ত রূপে ..... দু'টি ভিন্ন দেহ হবে ..... এক.... একাকার...... জৈবিক আদীমতায় ! আর সেই ত্রপাই কিনা আমার সে-ই বিশ্বাসকে গুঁড়িয়ে দিয়ে হয়ে গেল.... আরেক ভ্রমরের.... ! এখন ওর ওই বাসী দেহখানা ছাড়া আর আছেটা কী ? আছে শুধু বিষাদের নীলে ভরা ক্ষত-বিক্ষত হৃদপিন্ডটা...! এসব ভাববার পরপরই তৌহিদ মানসিক ভাবে দিশেহারা হয়ে লন্ডনের হ্যাম্পশায়ারের অজানা পথ ধরে চলতে চলতে এক সময়ে গোধুঁলী লগ্নে দৃষ্টি রেখায় মিলে যায়......!

আর ওদিকে, Sense ফিরে আসার পর ত্রপা পাগলীর মতো ফের ছুটে আসে বেলকনিতে। এসে দেখে.... তৌহিদ নেই। এদিকে তৌহিদ নেই ! ওদিকে নেই ফিরোজও......! পরপর এ-ই দুটো মানসিক ধাক্কায় এক পর্যায়ে ত্রপা আর ত্রপা নেই। হয়ে গেলো......... সবার মুখে কমন পাগলিনী ত্রপা ! দেশে ফিরে এলো ও। স্বাভাবিক

অবস্থায় আর ফিরে আসতে পারলো না ত্রপা ! লন্ডনেও যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে ওকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আনতে। এখন ও শিকলে বাঁধা.............! স্মৃতিভ্রম অনুশোচনায় সৃষ্ট এক জড়ো পদার্থ.....! ছটকু সাহেবের আত্ম অহমিকায় চরম পরিণতি.......! চরম প্রাপ্তি.....! ....চরম শিক্ষা..! মেয়েকে হারিয়ে অর্থাৎ ত্রপা বেঁচে থেকেও যে বেঁচে নেই এ অবস্থায় আজ ছটকু সাহেবও ছটকু বেগম হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছেন- "ভালোভাবে না জেনে, সূক্ষভাবে না বিবেচনা করে কাউকে ছোট ভাবা আর অবমূল্যায়ণ করা ঠিক নয়! ঠিক নয় ওভাবে অপমান-অপদস্থ করা....! আজ বুঝেছি যাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়, তারাই একদিন বিধাতার অশেষ আর্শীবাদে ঝলসে ওঠে ওই দূরের আকাশের শুকতারার মতো..! ভুল করেছি আ-ম-রা ......! ভুল করেছি আ-ম-রা.....!"

(চৌত্রিশ)

সংবাদ এলো ! ত্রপাকে আবার পূর্বের মানসিক অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া যাবে। শুনে ত ছটকু সাহের ও তার বেগম স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলেন আবার....! ছটকু সাহেব মনে মনে ভাবলেন- "ত্রপা বুঝি আগের মানসিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে (?)। তাকে বলবে- 'আব্বু' আর তার স্ত্রীকে

বলবে- 'আম্মু' । হেসে খেলে বেড়াবে ও আগের মতো.....! 'সালমা কুটির'-টা হয়ে ওঠবে আগের মতো আলোয় আলোকিত....!" ফের ১৫ তারিখে ত্রপাকে নেয়া হলো সেই ইমপেরিয়াল হাসপাতালে। Dr. Kall Beane ও তার সতীর্থরা যথা সাধ্য চেষ্টা চালালেন। Doctors' Board বসালেন তারা। গবেষণার পর গবেষণা চালালেন কী করে ওকে ফের পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায়। শুনলেন তারা ত্রপার ট্র্যাজিক কাহিনীর আদ্যপ্রান্ত। ইতিহাস..! এক সপ্তাহ পর তারা সিদ্ধান্ত নিলেন। Dr. Kall Beane জানালেন ত্রপার পরিবারকে- "ত্রপাকে পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে হলে প্রয়োজন ওর ব্রেইনের কোষগুলোকে Normal রাখা। আর এই Normal -কে ধরে রাখতে হলে ফের প্রয়োজন ওর অতীতের সোনালী আলোক ছটা ও সুখকর অবস্থা..! তবেই পাশাপাশি আমাদের চিকিৎসা সফলতা বয়ে আনতে পারবে। এই সুখকর অবস্থা এনে দিতে পারে একমাত্র অবহেলিত... তৌহিদ..! এখন তৌহিদকে ত্রপার সঙ্গী হিসেবে যে প্রয়োজন..!" একথা শুনার পর ছটকু সাহেব ও তার বেগম ওঠে পড়ে লাগেন তৌহিদের খুঁজে। কোথায় আছে বাবা তৌহিদ ? তন্ন তন্ন করে লন্ডন শহর খোঁজা হলো ওকে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে......... অনেক

দিন..! দূর্ভাগ্য..! সন্ধান মেললনা ওর..! লন্ডন শহর ত ছোট নয়..! বিরাট বড়ো শহর..! ....তৌহিদ লন্ডন শহর ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছে সুদূর স্পেনে...... ।

সে কি কান্না পাগলিনী ত্রপার মাতা-পিতার....! অবশেষে যে ত্রপা সেই ত্রপা-ই রয়ে গেলো...! ....পাগলিনী ত্রপা..! আর ওদিকে তৌহিদের অপেক্ষায় রইল.... ত্রপার উম্মাদ প্রায় পিতা-মাতা.............!

<u>সমাপ্ত</u>